সংবাদ

তারিখ 1-8 MAR 2012
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

# ৬১ বিদেশি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত শিক্ষা বাণিজ্যের অভিযোগ

## কঠোর পদক্ষেপ নিতে বিপাকে ইউজিসি

রাকিব উদ্দিন

দেশে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ৬১টি অবৈধ শাখা ক্যাম্পাস চিহ্নিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)। এগুলোর মধ্যে ৩৫টি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব খুঁজে পায়নি তদন্ত কমিটি। এদিকে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ায় এখন ঘামতে শুরু করেছেন ওইসব প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা। তারা প্রভাবশালীদের মাধ্যমে বিষয়টি ধামাচাপা দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তবে শীঘ্রই এসব অবৈধ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে ইউজিসি। একদিকে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বাণিজ্যের লাগাম টানার দাবি জানিয়েছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক ও উপাচার্যরা। অন্যদিকে বিদেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা বলছেন, মূলত উচ্চশিক্ষা নিয়ে একচেটিয়া বাণিজ্য করতেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধের চক্রান্ত করছে। এ নিয়ে বিপাকে পড়েছে ইউজিসি।

জানতে চাইলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির চেয়ারম্যান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সিএম শফি সামি গতকাল সংবাদকে বলেন, 'দেশি-বিদেশি সব অবৈধ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই ক্ষমতা ব্যবস্থা চাই'। তিনি বলেন, 'দেশের

বাণিজ্যের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

## বাণিজ্যের : অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিদেশি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও সেভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। তাদের জন্যও কঠোর আইন বা নীতিমালা প্রণয়ন থাকা দরকার। বিদেশের জন্য আইন শিথিল হতে পারে না'।

সিএম শফি সামি বলেন, 'শিক্ষার মান যাতে কোনভাবেই ক্ষুণ্ন না হয়, উচ্চশিক্ষা যাতে বাণিজ্যিক হয়ে না পড়ে সে বিষয়ে সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে।

রাজধানীর ধানমন্ডিতে গড়ে তোলা একটি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাসের পরিচালক সংবাদকে বলেন, 'সরকার বিদেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক আইন বা নীতিমালা করলে আমরা তা মানতে বাধ্য। কিন্তু এখন তড়িঘড়ি করে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়াটা ঠিক হবে না। এতে দেশের বাকি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করবে। ছাত্রছাত্রীরাও তাদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়বে'। ৬৫টি অবৈধ উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা : ইউজিসির তদন্তে ৬১টি অবৈধ শাখা, স্টাডি, লার্নিং আর রিক্রুটিং সেন্টারের নাম চিহ্নিত হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে যেসব প্রতিষ্ঠানকে অবৈধ আখ্যায়িত করা হয়েছে সেগুলো হলো- পূর্ব রাজাবাজারের গ্রিন ভ্যালি ইউনিভার্সিটি, ভুইয়া একাডেমি, ভুইয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কমনিব্রিয়ান কলেজ কানাডা, হেডওয়ে ইন্সটিটিউট অফ বাংলাদেশ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস আডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ইনফরমেশনস সাইন্স (নিবাইস)।

জিইএসও বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি অফ ওলোগং অস্ট্রেলিয়া, অ্যাজামশন ইউনিভার্সিটি- থাইল্যান্ড, পিস ক্রেড ইউনিভার্সিটি অফ সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল টেকনোলজি, নিউরাল সিস্টেম লিমিটেড, ড্যাফোডিল ইনস্টিটিউট অফ আইটি, আইবিসিএস প্রাইম্যাক্স লিমিটেড, ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি- সিলেট, ইউনিক কম্পিউটিং- রাজশাহী, এসইএস ইন্টারন্যাশনাল, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি স্টাডি সেন্টার, ইএল ডেরাডো, নিউরাল ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি, সেন্টার ফর ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট (সিএমডি), নিউক্যাসেল ল একাডেমি, ম্যাপল লিফ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর হায়ার স্টাডিজ ইনস্টিটিউট অফ ল, পারদানা কলেজ অফ মালয়েশিয়া, এনভায়রনমেন্ট এগ্রিকালচার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড, ওয়ার্ল্ড ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি- ধানমন্ডি, ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি অ্যান্ড রিসার্চ, ফরেন এডুকেশন সার্ভিসেস বাংলাদেশ, বনানীর আউয়াল সেন্টারের অস্ট্রেলিয়া ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস টেকনোলজি, গ্লোবাল ইনস্টিটিউট অফ রিসার্স- ম্যানেজমেন্ট, দ্য প্রোগ্রেসিভ মেরিটোক্রেসি লিমিটেড, দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, জেমস কুক ইউনিভার্সিটি, ওয়েস্ট কস্ট ইউনিভার্সিটি অব পানামা, ইউনিভার্সিটি অফ বেলারুশ, রয়েল রোডস ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ হনলুলু, ইউনিভার্সিটি অফ নিউক্যাসেল, দ্য ল টিউটরস, ব্রিটিশ স্কুল অফ ল, সফট ইডি লিমিটেড, আটলান্টিক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি- ধানমন্ডি, ইউনিভার্সিটি অফ লুটন, ঢাকা সেন্টার ফর ল অ্যান্ড ইকোনমিক্স, ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ আমেরিকা- লালমাটিয়া, এশিয়ান সেন্টার ফর ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ আর্টস ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি, এসআরজিবি এইসি সেন্টার বিজনেস স্টাডিস, সিএটি এসিসিএ ফ্যাশন ইউনিভার্সিটি, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি ইউএসএ- চিটাগং, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি ইউএসএ- ঢাকা, পানামা ইউনিভার্সিটি- খুলনা, অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি- খুলনা, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড সাইন্স, ডিনিএলই, রয়েল রোডস ইউনিভার্সিটি কানাডা এবং নিউরাল ইউনিভার্সিটি।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অবৈধ উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন সরকারি ব্যাংক, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, আইডিবি বৃত্তি-সংক্রান্ত কম্পিউটার, ইংরেজি ও আরবি ভাষা প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। কিছু প্রতিষ্ঠান এ-লেভেল, ও-লেভেল, আইএলটিএস, সিএটি, এসিসিএ কোর্স পরিচালনার লোভনীয় বিজ্ঞাপন প্রচার করে গণমাধ্যমে। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ দেয়ার কথা বলে মোটা অঙ্কের ফি নিয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করায়। তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ও ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. মহিবুর রহমান বলেছেন, এই ধরনের অবৈধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধিয়ে দেখা জরুরি ছিল। এগুলোর নিয়ন্ত্রণও জরুরি। কারণ এগুলোর কার্যক্রম নিয়ে অনেক অভিযোগ আছে বলেও তিনি জানান। জানা যায়, ২০০৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর দেশি-বিদেশি ৫৬টি অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করেছিল ইউজিসি।

এতে সারাদেশে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। পরে ঢাকার ব্রিটিশ কাউন্সিল, অস্ট্রেলীয় হাইকমিশনসহ বিভিন্ন বিদেশি সংস্থার তদবিরে সেগুলোর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারেনি সরকার। পরবর্তীতে তেমন কোনো সরকারি পদক্ষেপ না থাকায় অবৈধ প্রতিষ্ঠানের দৌরাত্ম আরও বেড়েছে।

উচ্চ আদালতের নির্দেশে দেশে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে চলা ডিগ্রি প্রদানকারী সব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধিয়ে দেখতে গত ৩ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটির আহ্বায়ক হলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক ড. মহিবুর রহমান এবং সদস্য সচিব ইউজিসির সচিব মো. বালেদ।

আইনে যা আছে : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এর ৩৯ ধারার উপধারার ১য়ে বলা হয়েছে, 'কোন বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ না করিয়া বাংলাদেশের কোন স্থানে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের নামে ক্যাম্পাস স্থাপন করা যাইবে না।

কিংবা কোন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানের অধীনে বাংলাদেশে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা কিংবা কোন ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রদান করা যাইবে না'। উপধারা ২য়ে বলা হয়েছে, 'উল্লিখিত কোন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের নামে ক্যাম্পাস স্থাপন অথবা কোন প্রোগ্রাম বা কোর্স অনুমোদন-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সরকার প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে'। এ ধারার প্রেক্ষিতে ইউজিসি বিধিমালার খসড়া প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করেছে বলে জানা গেছে।